অশীতিতম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ সুদামার দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পরিদর্শন

কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রাসাদে দান প্রার্থনা করতে আগত তাঁর ব্রাহ্মণ বন্ধু সুদামাকে অর্চনা করেছিলেন এবং কিভাবে তাঁরা উভয়ে তাঁদের গুরুদেব সান্দীপনি মুনির গৃহে বাস করার সময়ের লীলাসমূহ আলোচনা করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের একজন একান্ত বন্ধু ব্রাহ্মণ সুদামা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে জড় বাসনামুক্ত। অনায়াসে যেটুকু প্রাপ্তি হত তা দিয়ে তিনি নিজের ও পত্নীর প্রতিপালন করতেন। তাই তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। একদিন সুদামার পত্নী তাঁর স্বামীর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করবার জন্য কিছু না পেয়ে তাঁর কাছে এসে, তাঁকে দ্বারকায় তাঁর বন্ধু কৃষ্ণের কাছে গিয়ে কিছু দান ভিক্ষা করতে বললেন। সুদামা অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পত্নী বারবার তাঁকে অনুরোধ করতে থাকলে ভগবৎ দর্শনের সুযোগ হচ্ছে অত্যন্ত পবিত্র এই মনে করে, তিনি যেতে সম্মত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য উপহার রূপে সুদামার পত্নী কয়েক মুষ্টি চিড়া ভিক্ষা করলেন এবং সুদামা দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

সুদামা ভগবান কৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণীদেবীর প্রাসাদের সমীপবর্তী হতে, দূর থেকে ভগবান তাঁকে দেখতে পেলেন। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রুক্মিণীর পর্যঙ্কস্থিত তাঁর আসন থেকে উঠে এসে মহা আনন্দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুকে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর সুদামাকে সেই পর্যঙ্কে উপবিষ্ট করিয়ে তিনি নিজ হাতে তাঁর পাদদ্বয় ধৌত করলেন এবং সেই ধৌত জল তাঁর মস্তকে সিঞ্চন করলেন। এরপর তিনি তাঁকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করলেন ও ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বারা তাঁর পূজা করলেন। ইতিমধ্যে, রুক্মিণী জীর্ণ বসন পরিহিত তাঁকে চামর দ্বারা বাতাস করছিলেন। এই সমস্ত কিছুই প্রাসাদের অধিবাসীদের বিস্মিত করেছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর তাঁর বন্ধুর হাত ধরলেন এবং তাঁরা দুজনে অনেক কাল আগে, তাঁদের গুরুদেবের বিদ্যালয়ে বাস করার সময়ে একত্রে যা কিছু করেছিলেন সেই সম্বন্ধে তাঁরা স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন। সুদামা উল্লেখ করলেন যে, মনুষ্য সমাজের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই কেবল কৃষ্ণ শিক্ষা অর্জনের লীলায় যুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ভগবন্ যানি চান্যানি মুকুন্দস্য মহাত্মনঃ ।
বীর্যাণ্যনন্তবীর্যস্য শ্রোতুমিচ্ছামি হে প্রভো ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ) বললেন; **ভগবন্**—হে প্রভু (শুকদেব গোস্বামী); **যানি**—যে; **চ**—এবং; **অন্যানি**—অন্যান্য; **মুকুন্দস্য**—ভগবান কৃষ্ণের; **মহা-আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **বীর্যাণি**—বীরত্ব কর্ম; **অনন্ত**—অনন্ত; **বীর্যস্য**—যার শৌর্য; **শ্রোতুম্**—শ্রবণ করতে; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছা করি; **হে প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভু, পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দ, যার শৌর্য অনন্ত, আমি তাঁর সম্পাদিত অন্যান্য বীরত্বপূর্ণ কর্ম শ্রবণ করতে ইচ্ছুক।

শ্লোক ২

কো নু শ্রুত্বাসকৃদ্ ব্রহ্মন্ উত্তমঃশ্লোকসৎকথাঃ ।
বিরমেত বিশেষজ্ঞো বিষগ্নঃ কামমার্গণৈঃ ॥ ২ ॥

কঃ—কে; **নু**—বস্তুত; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **অসকৃৎ**—পুনঃ পুনঃ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **উত্তম-শ্লোক**—শ্রীকৃষ্ণের; **সৎ**—চিন্ময়; **কথাঃ**—কথা; **বিরমেত**—বিরত হতে পারে; **বিশেষ**—সার (জীবনের); **জ্ঞঃ**—যিনি অবগত; **বিষগ্নঃ**—বিষণ্ণ; **কাম**—জাগতিক আকাঙ্ক্ষার; **মার্গণৈঃ**—সন্ধান দ্বারা।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, কিভাবে কেউ, যিনি জীবনের সার অবগত ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে করতে বিষণ্ণ, পুনঃ পুনঃ ভগবান উত্তমশ্লোকের চিন্ময় কথাসমূহ শ্রবণ করার পর তা পরিত্যাগ করতে পারেন?

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, আমরা অনেক ব্যক্তিকে দেখতে পারি, যারা বারম্বার ভগবানের বিষয়ে শ্রবণ করার পরেও তাদের পারমার্থিক উৎসর্গতা ত্যাগ করে। আচার্য উত্তর প্রদান করছেন যে, *বিশেষ-জ্ঞ* কথাটি তাই এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে জীবনের সার হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত ত্যাগ করেন না। আরও একটি যোগ্যতা হচ্ছে *বিষগ্নঃ কাম মার্গণৈঃ*—অর্থাৎ জাগতিক ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টির দ্বারা বিষণ্ণ। এই দুটি যোগ্যতা বা গুণই হচ্ছে

শ্রদ্ধাসূচক। যিনি একবার কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রকৃত স্বাদ প্রাপ্ত হয়েছেন, স্বাভাবিকভাবে তিনি জাগতিক আনন্দের নিকৃষ্ট স্বাদ দ্বারা বিষণ্ণ হবেন। কৃষ্ণ বিষয়ক এই ধরনের খাঁটি শ্রোতা ভগবানের মুগ্ধকর লীলাসমূহের বিষয়ে শ্রবণ করা পরিত্যাগ করতে পারেন না।

শ্লোক ৩

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎকর্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥ ৩ ॥

সা—সেই (হয়); **বাক্**—বাক্যের শক্তি; **যয়া**—যার দ্বারা; **তস্য**—তাঁর; **গুণান্**—গুণসমূহ; **গৃণীতে**—কেউ বর্ণনা করে; **করৌ**—হস্তদ্বয়; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর; **কর্ম**—কর্ম; **করৌ**—করছে; **মনঃ**—মন; **চ**—এবং; **স্মরেৎ**—স্মরণ করে; **বসন্তম্**—বাসকারী; **স্থির**—স্থাবর; **জঙ্গমেষু**—এবং জঙ্গম; **শৃণোতি**—শ্রবণ করে; **তৎ**—তাঁর; **পুণ্য**—পুণ্য; **কথাঃ**—কথা; **সঃ**—সেই (হয়); **কর্ণঃ**—কর্ণ।

অনুবাদ

প্রকৃত বাক্য হচ্ছে তা, যা ভগবানের গুণসমূহ বর্ণনা করে, প্রকৃত হস্ত হচ্ছে তা, যা তাঁর জন্য কর্ম করে, একটি প্রকৃত মন হল সেই, যা সর্বদা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর মধ্যে বাসকারী তাঁকে স্মরণ করে, এবং সেই সকল কর্ণই হচ্ছে প্রকৃত কর্ণ যা তাঁর বিষয়ে পুণ্য কথাসমূহ শ্রবণ করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে ভগবানের প্রতি উৎসর্গিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে রাজা পরীক্ষিৎ সকল ইন্দ্রিয়সমূহ সম্বন্ধে উল্লেখ করছেন, যাতে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র লাভ করি। এখানে তিনি ঘোষণা করছেন যে ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কহীন দেহের সকল অঙ্গই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। এই একই ধরনের কথা দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্লোক ২০ থেকে ২৪ এ শৌনক ঋষি বলেছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে ইন্দ্রিয়সমূহের উচিত কৃষ্ণভাবনামৃতের মধ্যে একত্রে কাজ করা। অন্য কথায় বলতে গেলে, নেত্রদ্বয় বা কর্ণদ্বয় যাই প্রাপ্ত হোক, মনের উচিত কেবলমাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করা, যিনি সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজিত।

শ্লোক ৪

শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥ ৪ ॥

শিরঃ—মস্তক; তু—এবং; তস্য—তাঁর; উভয়—উভয়; লিঙ্গম্—প্রকাশকে; আনমেৎ—প্রণাম নিবেদন করে; তৎ—সেই; এব—মাত্র; যৎ—যা; পশ্যতি—দর্শন করে; তৎ—সেই; হি—বস্তুত; চক্ষুঃ—চক্ষু; অঙ্গানি—অঙ্গসমূহ; বিষ্ণোঃ—ভগবান বিষ্ণুর; অথ—বা; তৎ—তাঁর; জনানাম্—ভক্তবৃন্দের; পাদ-উদকম্—পাদধৌত জল; যানি—যা; ভজন্তি—ভজনা করে; নিত্যম্—নিয়মিত।

অনুবাদ

প্রকৃত মস্তক হচ্ছে সেটি যা ভগবানকে, স্থাবর জঙ্গম জীবের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে প্রণাম নিবেদন করে, প্রকৃত চক্ষু হচ্ছে তা, যা কেবল ভগবানকে দর্শন করে এবং সেই সমস্ত অঙ্গই হচ্ছে প্রকৃত অঙ্গ যা নিয়মিত ভগবান কিম্বা তাঁর ভক্তবৃন্দের পাদধৌত জলকে সম্মান করে।

শ্লোক ৫

সূত উবাচ
বিষ্ণুরাতেন সম্পৃষ্টো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
বাসুদেবে ভগবতি নিমগ্নহৃদয়োঽব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; বিষ্ণু-রাতেন—বিষ্ণুরাত দ্বারা (মহারাজ পরীক্ষিৎ); সম্পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত হয়ে; ভগবান্—শক্তিশালী ঋষি; বাদরায়ণিঃ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী; বাসুদেবে—ভগবান বাসুদেবে; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবান; নিমগ্ন—সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন; হৃদয়ঃ—তাঁর হৃদয়; অব্রবীৎ—তিনি বললেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—এইভাবে রাজা বিষ্ণুরাত দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্নচিত্ত শক্তিশালী ঋষি বাদরায়ণি উত্তর প্রদান করলেন।

শ্লোক ৬

শ্রীশুক উবাচ

কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ ।
বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **আসীৎ**—ছিলেন; **সখা**—বন্ধু (সুদামা নামক); **কশ্চিৎ**—কোন এক; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **ব্রহ্ম**—বেদে; **বিৎ-তমঃ**—অত্যন্ত পণ্ডিত; **বিরক্ত**—বিরক্ত; **ইন্দ্রিয়-অর্থেষু**—ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয় থেকে; **প্রশান্ত**—প্রশান্ত; **আত্মা**—যার মন; **জিত**—জয় করেছে; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীকৃষ্ণের কোন এক ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিলেন (সুদামা নামক), যিনি বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত পণ্ডিত এবং সকল ইন্দ্রিয় উপভোগ থেকে নিরাসক্ত ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি ছিলেন প্রশান্ত চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়।

শ্লোক ৭

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন বর্তমানো গৃহাশ্রমী ।
তস্য ভার্যা কুচৈলস্য ক্ষুৎক্ষামা চ তথাবিধা ॥ ৭ ॥

যদৃচ্ছয়া—নিজ আয়াসের; **উপপন্নেন**—দ্বারা লব্ধ; **বর্তমানঃ**—জীবিকা নির্বাহ পূর্বক; **গৃহ-আশ্রমী**—গৃহস্থ জীবনে; **তস্য**—তার; **ভার্যা**—পত্নী; **কু-চৈলস্য**—দীন বসন পরিহিত ছিলেন; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা হতে; **ক্ষামা**—ক্ষয়িষ্ণু; **চ**—এবং; **তথা-বিধা**—তেমনিভাবে।

অনুবাদ

গৃহস্থরূপে জীবন যাপনকারী তিনি অনায়াসলব্ধ বস্তু দ্বারা নিজেকে প্রতিপালন করতেন। সেই জীর্ণ বসন পরিহিত ব্রাহ্মণের পত্নীও তাঁর সঙ্গে ক্ষুধা ভোগ হেতু কৃশকায়া ছিলেন।

তাৎপর্য

সুদামার পুণ্যবতী পত্নীও দীন বসন পরিহিতা ছিলেন এবং যা কিছু খাদ্য তিনি প্রাপ্ত হতেন তিনি তাঁর পতিকে তা প্রদান করতেন। এইভাবে তিনি ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে থাকতেন।

শ্লোক ৮

পতিব্রতা পতিং প্রাহ ম্লায়তা বদনেন সা ।
দরিদ্রং সীদমানা বৈ বেপমানাভিগম্য চ ॥ ৮ ॥

পতি-ব্রতা—তার পতির প্রতি বিশ্বস্ত; **পতিম্**—তার পতিকে; **প্রাহ**—তিনি বললেন; **ম্লায়তা**—মলিন; **বদনেন**—মুখে; **সা**—তিনি; **দরিদ্রম্**—দরিদ্র; **সীদমানা**—পীড়িত; **বৈ**—বস্তুত; **বেপমানা**—কম্পমানা হয়ে; **অভিগম্য**—আগমন পূর্বক; **চ**—এবং।

অনুবাদ

দারিদ্র্য পীড়িত ব্রাহ্মণের পতিব্রতা পত্নী একদিন তাঁর ক্লেশজনিত মলিন মুখে তাঁর কাছে আগমন করে ভয়ে কম্পিতা হয়ে এইভাবে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে পতিব্রতা রমণী বিশেষভাবে এইজন্য অসুখী ছিলেন যে, তাঁর পতিকে খাওয়ানোর জন্য খাদ্য তিনি লাভ করতে পারেননি। অধিকন্তু তিনি তাঁর পতিকে অনুরোধ করতে এইজন্য ভয় করছিলেন যে—তিনি জানতেন, তাঁর পতি ভগবানের কাছে ভক্তি ছাড়া অন্য কোন কিছু প্রার্থনা করতে চাইতেন না।

শ্লোক ৯

ননু ব্রহ্মন্ ভগবতঃ সখা সাক্ষাচ্ছ্রিয়ঃ পতিঃ ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ ॥ ৯ ॥

ননু—প্রকৃতপক্ষে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ভগবতঃ**—আপনার; **সখা**—বন্ধু; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতিঃ**—পতি; **ব্রহ্মণ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুগ্রহশীল; **চ**—এবং; **শরণ্য**—শরণাগত বৎসল; **চ**—এবং; **ভগবান্**—ভগবান্; **সাত্বত**—যাদবগণের; **ঋষভঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

[সুদামার পত্নী বললেন—] হে ব্রাহ্মণ, এটা কি সত্যি নয় যে লক্ষ্মীপতি হচ্ছেন আপনার ব্যক্তিগত বন্ধু? সেই যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তাদেরকে তাঁর আশ্রয় প্রদান করতে অত্যন্ত ইচ্ছুক।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভাষ্যে বর্ণনা করছেন কিভাবে ব্রাহ্মণের পত্নী, কৃষ্ণের কাছে দান প্রার্থনা করতে যাওয়ার জন্য তাঁর অনুরোধের বিরুদ্ধে তাঁর পতির সম্ভাব্য প্রতিটি আপত্তি অনুমান করেছিলেন। যদি ব্রাহ্মণ বলতেন, "কিভাবে

লক্ষ্মীপতি আমার মতো এক পতিত আত্মার বন্ধু হতে পারেন?" তিনি এই বলে উত্তর প্রদান করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *ব্রহ্মণ্য* ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। যদি সুদামা ভগবানের প্রতি প্রকৃত ভক্তি না থাকার দাবী করতেন, তিনি এই বলে উত্তর করতেন যে তিনি একজন মহান ও জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি নিশ্চিতরূপে ভগবানের কৃপা ও আশ্রয় প্রাপ্ত হবেন। যদি ব্রাহ্মণ আপত্তি করতেন যে, ভগবান কৃষ্ণ তাদের কর্মফলভোগী অসংখ্য অসুখী বদ্ধ আত্মার প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি উত্তর প্রদান করতেন, ভগবান কৃষ্ণ বিশেষভাবে হচ্ছেন ভক্তের ভগবান এবং এইভাবে তিনি স্বয়ংও যদি সুদামাকে তাঁর কৃপা অনুমোদন না করেন, নিশ্চিতরূপে তাঁর সেবায় নিয়োজিত ভক্তগণ কৃপা করে তাঁকে কিছু দান প্রদান করবেন। ভগবান যদি সাত্বতগণকে অর্থাৎ যদুবংশের সদস্যদের রক্ষা করতে পারেন, তাহলে সুদামার মতো একজন বিনয়ী ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে তাঁর কি সমস্যা হতে পারে এবং তা করার জন্য তাঁর কি এমন দোষ হবে?

শ্লোক ১০

তমুপৈহি মহাভাগ সাধূনাং চ পরায়ণম্ ।
দাস্যতি দ্রবিণম্ ভূরি সীদতে তে কুটুম্বিনে ॥ ১০ ॥

তম্—তাঁর কাছে; **উপৈহি**—গমন করুন; **মহা-ভাগ**—হে মহাভাগ; **সাধু-নাম**—সাধু ভক্তগণের; **চ**—এবং; **পর-অয়ণম্**—পরম আশ্রয়; **দাস্যতি**—তিনি দান করবেন; **দ্রবিণম্**—ধন; **ভূরি**—প্রভূত; **সীদতে**—অবসাদগ্রস্ত; **তে**—আপনাকে; **কুটুম্বিনে**—পরিবার পালনরত।

অনুবাদ

হে মহাভাগে, দয়া করে সকল সাধুদের প্রকৃত আশ্রয় তাঁর কাছে গমন করুন। তিনি নিশ্চিতরূপে আপনার মতো এরূপ এক পীড়িত গৃহস্থকে প্রচুর ধন প্রদান করবেন।

শ্লোক ১১

আস্তেঽধুনা দ্বারবত্যাং ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ ।
স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি ।
কিং স্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্‌গুরুঃ ॥ ১১ ॥

আস্তে—উপস্থিত রয়েছেন; **অধুনা**—এখন; **দ্বারবত্যাম্**—দ্বারকায়; **ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধক**—ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **স্মরতঃ**—যে স্মরণ করে;

পাদ-কমলম্—তাঁর পাদপদ্ম; **আত্মানাম্**—নিজেকে; **অপি**—ও; **যচ্ছতি**—তিনি দান করেন; **কিম্ নু**—তখন আর কি বলার আছে; **অর্থ**—অর্থনৈতিক সফলতা; **কামান্**—এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি; **ভজতঃ**—তাঁর ভজনাকারীকে; **ন**—না; **অতি**—অত্যন্ত; **অভীষ্টান্**—আকাঙ্ক্ষিত; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **গুরুঃ**—গুরুদেব।

অনুবাদ

ভগবান কৃষ্ণ এখন ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের শাসক এবং তিনি দ্বারকায় অবস্থান করছেন। যেহেতু কেবলমাত্র তাঁর পাদপদ্মের স্মরণকারীকে তিনি নিজেকে পর্যন্ত দান করেন তাই তাঁর ঐকান্তিক ভজনাকারীকে, জগদ্‌গুরু তিনি যে সৌভাগ্য ও অনভীষ্ট জাগতিক সুখ প্রদান করবেন তাতে আর সন্দেহ কি?

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ পত্নী এখানে ইঙ্গিত করছেন যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের শাসক, তাই এদের ঐশ্বর্যবান রাজারা যদি কেবলমাত্র সুদামাকে কৃষ্ণের ব্যক্তিগত বন্ধুরূপে চিনতে পারেন, তারা তাকে তার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই প্রদান করতে পারেন।

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ এই সময় তাঁর অস্ত্র সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি আর তাঁর নিজ রাজধানী দ্বারকার বাইরে ভ্রমণ করেননি। তাই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে লিখছেন "[ব্রাহ্মণপত্নী বললেন—] আমি শুনেছি যে তিনি রাজধানী দ্বারকাপুরী কখনও ত্যাগ করেন না। বাইরের কাজকর্ম ব্যতীত তিনি সেখানে বসবাস করছেন।"

এখানে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে জাগতিক সম্পদ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি খুব আকাঙ্ক্ষিত নয়। এর কারণ হচ্ছে যে দীর্ঘ সময় ধরে তারা প্রকৃত সন্তুষ্টি প্রদান করে না। তবুও, সুদামার পত্নী ভেবেছিলেন সুদামা যদি দ্বারকায় গমন করেন এবং ভগবানের কাছে কেবলমাত্র নীরব থাকেন তিনি নিশ্চয়ই তাকে প্রচুর সম্পদ এবং তাঁর পাদপদ্মের আশ্রয়, যা ছিল সুদামার প্রকৃত উদ্দেশ্য, প্রদান করবেন।

শ্লোক ১২-১৩

স এবং ভার্যয়া বিপ্রো বহুশঃ প্রার্থিতো মুহুঃ।
অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমঃশ্লোকদর্শনম্ ॥ ১২ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা গমনায় মতিং দধে।
অপ্যস্তুপায়নং কিঞ্চিদ্ গৃহে কল্যাণি দীয়তাম্ ॥ ১৩ ॥

সঃ—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **ভার্যয়া**—তাঁর পত্নী দ্বারা; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **বহুশঃ**—প্রভূতরূপে; **প্রার্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **মুহুঃ**—বার বার; **অয়ম্**—এই; **হি**—বস্তুত; **পরমঃ**—পরম; **লাভ**—লাভ; **উত্তমঃশ্লোক**—ভগবান কৃষ্ণের; **দর্শনম্**—দর্শন; **ইতি**—এইভাবে; **সঞ্চিন্ত্য**—চিন্তা করে; **মনসা**—তাঁর মনে মনে; **গমনায়**—গমনের জন্য; **মতিম্ দধে**—তিনি তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন; **অপি**—কি; **অস্তি**—সেখানে; **উপায়নম্**—উপহার; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **গৃহে**—গৃহে; **কল্যাণী**—আমার কল্যাণময় স্ত্রী; **দীয়তাম্**—দয়া করে প্রদান কর।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] এইভাবে তাঁর পত্নী যখন বারম্বার তাঁকে বিভিন্ন ভাবে প্রার্থনা করছিলেন, ব্রাহ্মণ স্বয়ং ভাবলেন, "ভগবান কৃষ্ণকে দর্শন করা প্রকৃতপক্ষে জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।" এইভাবে তিনি যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, কিন্তু প্রথমে তিনি তাঁর পত্নীকে বললেন, "কল্যাণী, উপহার রূপে নিয়ে যাওয়ার মতো গৃহে যদি কিছু থাকে আমাকে তা প্রদান কর।"

তাৎপর্য

সুদামা স্বাভাবিকভাবেই বিনম্র ছিলেন আর তাই যদিও প্রথমে তাঁর পত্নীর প্রস্তাবে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন, অবশেষে তিনি তার মনকে স্থির করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এখন পরিশেষের বর্ণনা হল যে, তাঁকে তাঁর বন্ধুর জন্য একটি উপহার নিতে হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

যাচিত্বা চতুরো মুষ্টীন্ বিপ্রান্ পৃথুকতণ্ডুলান্ ।
চৈলখণ্ডেন তান্ বদ্ধা ভর্ত্রে প্রাদাদুপায়নম্ ॥ ১৪ ॥

যাচিত্বা—প্রার্থনা পূর্বক; **চতুরঃ**—চার; **মুষ্টীন্**—মুষ্টি; **বিপ্রান্**—(প্রতিবেশী) ব্রাহ্মণগণ হতে; **পৃথুক-তণ্ডুলান্**—চিড়া; **চৈল**—বস্ত্রের; **খণ্ডেন**—জীর্ণ; **তান্**—তাদের; **বদ্ধা**—বন্ধন করে; **ভর্ত্রে**—তার পতিকে; **প্রাদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **উপায়নম্**—উপহার।

অনুবাদ

সুদামার পত্নী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের থেকে চার মুষ্টি চিড়া ভিক্ষা করলেন এবং তা একটি জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডে বন্ধন করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য উপহার রূপে তার পতিকে প্রদান করলেন।

শ্লোক ১৫

স তানাদায় বিপ্রাগ্রয়ঃ প্রযযৌ দ্বারকাং কিল ।
কৃষ্ণসন্দর্শনং মহ্যং কথং স্যাদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি; **তান্**—তা; **আদায়**—গ্রহণ করে; **বিপ্র-অগ্রয়ঃ**—সেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; **প্রযযৌ**—গমন করলেন; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **কিল**—বস্তুত; **কৃষ্ণ সন্দর্শনম্**—শ্রীকৃষ্ণের দর্শন; **মহ্যম্**—আমার; **কথম্**—কিভাবে; **স্যাৎ**—ঘটবে; **ইতি**—এইভাবে; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করতে করতে।

অনুবাদ

চিড়া গ্রহণ করে সেই সাধু ব্রাহ্মণ সর্বক্ষণ "কিভাবে আমি কৃষ্ণের দর্শন লাভে সমর্থ হব?" চিন্তা করতে করতে দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সুদামা মনে করেছিলেন যে, দ্বাররক্ষী তাঁকে বাধা দেবে।

শ্লোক ১৬-১৭

ত্রীণি গুল্মান্যতীয়ায় তিস্রঃ কক্ষাশ্চ সদ্বিজঃ ।
বিপ্রোঽগম্যান্ধকবৃষ্ণীনাং গৃহেষ্বচ্যুতধর্মিণাম্ ॥ ১৬ ॥
গৃহং দ্ব্যষ্টসহস্রাণাং মহিষীণাং হরের্দ্বিজঃ ।
বিবেশৈকতমং শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দং গতো যথা ॥ ১৭ ॥

ত্রীণি—তিনটি; **গুল্মানি**—রক্ষীদের আবাসস্থল; **অতীয়ায়**—অতিক্রম করে; **তিস্রঃ**—তিনটি; **কক্ষাঃ**—দ্বার; **চ**—এবং; **সদ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে; **বিপ্রঃ**—পণ্ডিত ব্রাহ্মণ; **অগম্য**—অগম্য; **অন্ধক-বৃষ্ণীনাম্**—অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের; **গৃহেষু**—গৃহসকল মধ্যে; **অচ্যুত**—শ্রীকৃষ্ণ; **ধার্মিণাম্**—বিশ্বস্তরূপে অনুগমনকারী; **গৃহম্**—বাসস্থান; **দ্বে**—দুই; **অষ্ট**—আটগুণ; **সহস্রাণাম্**—সহস্র; **মহিষীণাম্**—রাণীগণের; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **বিবেশ**—প্রবেশ করলেন; **একতমম্**—তাদের একটিতে; **শ্রীমৎ**—ঐশ্বর্য; **ব্রহ্ম-আনন্দম্**—ব্রহ্মানন্দ; **গতঃ**—প্রাপ্ত হলেন; **যথা**—যেন।

অনুবাদ

কয়েকজন স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তিনটি রক্ষী স্থান ও তিনটি দ্বার অতিক্রম করলেন এবং তারপর সাধারণের অগম্য ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বস্ত ভক্তগণ অন্ধক ও বৃষ্ণীগণের গৃহের মধ্য দিয়ে হেঁটে, এরপর শ্রীহরির ষোড়শ সহস্র রাণীর প্রাসাদসমূহের মধ্যে এক ঐশ্বর্যময় প্রাসাদে প্রবেশ করলেন আর তখন তিনি যেন মুক্তির আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন অনুভব করলেন।

তাৎপর্য

যখন সেই সাধু ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদসমূহের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তারপর যখন প্রকৃতপক্ষে প্রাসাদসমূহের একটিতে প্রবেশ করলেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে সমস্তকিছু বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং তাই তার মনের অবস্থাকে সদ্য ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত কারও সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ড* থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন যা থেকে আমরা জানতে পারি যে ব্রাহ্মণ প্রকৃতপক্ষে রুক্মিণীর প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন—*স তু রুক্মিণ্যস্তঃ পুরদ্বারি ক্ষণং তুষ্ণীং স্থিতঃ* অর্থাৎ "রাণী রুক্মিণীর প্রাসাদের দ্বারে নীরবে এক মুহূর্তের জন্য তিনি দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।"

শ্লোক ১৮

তং বিলোক্যাচ্যুতো দূরাৎ প্রিয়াপর্যঙ্কমাস্থিতঃ ।
সহসোত্থায় চাভ্যেত্য দোর্ভ্যাং পর্যগ্রহীন্মুদা ॥ ১৮ ॥

তম্—তাকে; বিলোক্য—দর্শন করে; অচ্যুতঃ—ভগবান কৃষ্ণ; দূরাৎ—দূর থেকে; প্রিয়া—তাঁর প্রিয়ার; পর্যঙ্কম্—শয্যায়; আস্থিতঃ—উপবিষ্ট; সহসা—তৎক্ষণাৎ; উত্থায়—উত্থিত হয়ে; চ—এবং; অভ্যেত্য—এগিয়ে এসে; দোর্ভ্যাম্—তাঁর বাহুদ্বয়ের মধ্যে; পর্যগ্রহীত—আলিঙ্গন করলেন; মুদা—আনন্দের সঙ্গে।

অনুবাদ

সেই সময় ভগবান অচ্যুত তাঁর প্রিয়ার শয্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। কিছুটা দূর থেকে ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে, ভগবান তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এগিয়ে গিয়ে মহানন্দে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১৯

সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষেরঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ ।
প্রীতো ব্যমুঞ্চদব্বিন্দূন্নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ ॥ ১৯ ॥

সখ্যুঃ—তাঁর বন্ধুর; প্রিয়স্য—প্রিয়; বিপ্র-ঋষেঃ—বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ; অঙ্গ—দেহের; সঙ্গ—স্পর্শ দ্বারা; অতি—অতি; নির্বৃতঃ—আনন্দিত; প্রীতঃ—প্রীত; ব্যমুঞ্চৎ—তিনি মোচন করলেন; অপ—জলের; বিন্দূন্—বিন্দু; নেত্রাভ্যাম্—তাঁর চোখ থেকে; পুষ্কর-ঈক্ষণঃ—পদ্মনেত্র ভগবান।

অনুবাদ

তাঁর প্রিয় বন্ধু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের দেহ স্পর্শ করে কমলনয়ন ভগবান অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলেন আর তাই তিনি প্রেমাশ্রু বর্ষণ করলেন।

শ্লোক ২০-২২

অথোপবেশ্য পর্যঙ্কে স্বয়ং সখ্যুঃ সমর্হণম্ ।
উপহৃত্যাবনিজ্যাস্য পাদৌ পাদাবনেজনীঃ ॥ ২০ ॥
অগ্রহীচ্ছিরসা রাজন্ ভগবান্ লোকপাবনঃ ।
ব্যালিম্পদ্দিব্যগন্ধেন চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ ॥ ২১ ॥
ধূপৈঃ সুরভিভির্মিত্রং প্রদীপাবলিভির্মুদা ।
অর্চিত্বাবেদ্য তাম্বূলং গাং চ স্বাগতমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥

অথ—অতঃপর; **উপবেশ্য**—তাকে উপবেশন করিয়ে; **পর্যঙ্কে**—পর্যঙ্কে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **সখ্যুঃ**—তাঁর বন্ধুর জন্য; **সমর্হণম্**—পূজার দ্রব্যাদি; **উপহৃত্য**—আনয়ন করে; **অবনিজ্য**—ধৌত করলেন; **অস্য**—তার; **পাদৌ**—পাদদ্বয়; **পাদ-অবনেজনীঃ**—পাদধৌত জল; **অগ্রহীৎ**—তিনি গ্রহণ করলেন; **শিরসা**—তাঁর মস্তকে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ভগবান্**—ভগবান; **লোক**—সকল জগতের; **পাবনঃ**—বিশুদ্ধকারী; **ব্যালিম্পৎ**—তিনি তাকে লেপন করলেন; **দিব্য**—দিব্য; **গন্ধেন**—গন্ধ; **চন্দন**—চন্দন দ্বারা; **অগুরু**—অগুরু; **কুঙ্কুমৈঃ**—এবং কুঙ্কুম; **ধূপৈঃ**—ধূপ দ্বারা; **সুরভিভিঃ**—সৌরভময়; **মিত্রম্**—তাঁর বন্ধু; **প্রদীপ**—প্রদীপের; **অবলিভিঃ**—সারি দ্বারা; **মুদা**—আনন্দিতভাবে; **অর্চিত্বা**—অর্চনা পূর্বক; **অবেদ্য**—সতেজ হওয়ার জন্য নিবেদন করলেন; **তাম্বূলম্**—সুপুরি; **গাম্**—একটি গাভী; **চ**—এবং; **সু-আগতম্**—স্বাগত; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বন্ধু সুদামাকে পর্যঙ্কে উপবেশন করালেন। অতঃপর সমগ্র জগৎ পবিত্রকারী ভগবান, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে বিভিন্ন শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন ও তাঁর পাদদ্বয় ধৌত করলেন, হে রাজন, তারপর তিনি তাঁর নিজ মস্তকে সেই জল ছিটিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে দিব্য সুগন্ধী, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম লেপন করলেন এবং আনন্দিতভাবে সুগন্ধী ধূপ ও সারিবদ্ধ দীপ দ্বারা পূজা করলেন। অবশেষে তাঁকে সুপুরি নিবেদন ও একটি গাভী উপহার প্রদান করার পর, তিনি মধুর বাক্যে তাঁকে স্বাগত জানালেন।

শ্লোক ২৩

কুচৈলং মলিনং ক্ষামং দ্বিজং ধমনিসন্ততম্ ।
দেবী পর্যচরৎ সাক্ষাচ্চামরব্যজনেন বৈ ॥ ২৩ ॥

কু—দরিদ্র; চৈলম্—যার বসন; মলিনম্—মলিন; ক্ষামম্—কৃশকায়; দ্বিজম্—ব্রাহ্মণ; ধমনি-সন্ততম্—তার ধমনী দৃশ্যমান; দেবী—লক্ষ্মীদেবী; পর্যচরৎ—সেবা করলেন; সাক্ষাৎ—ব্যক্তিগতভাবে; চামর—চামর দিয়ে; ব্যজনেন—বাতাস করে; বৈ—বস্তুত।

অনুবাদ

তাঁর চামর দিয়ে তাকে বাতাস করে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং, জীর্ণ ও মলিন বসন পরিহিত, অত্যন্ত কৃশকায় ও শিরাজালব্যাপ্তদেহ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সেবা করলেন।

শ্লোক ২৪

অন্তঃপুরজনো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেনামলকীর্তিনা ।
বিস্মিতোঽভূদতিপ্রীত্যা অবধূতং সভাজিতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্তঃ-পুর—রাজ-প্রাসাদের; জনঃ—মানুষেরা; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; কৃষ্ণেন—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; অমল—নির্মল; কীর্তিনা—যাঁর যশ; বিস্মিতঃ—বিস্মিত; অভূৎ—তাঁরা হলেন; অতি—অতি; প্রীত্যা—প্রীতির সঙ্গে; অবধূতম্—মলিন ব্রাহ্মণ; সভাজিতম্—পূজিত।

অনুবাদ

মলিন বসন পরিহিত এই ব্রাহ্মণকে নির্মল কীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণভাবে পূজিত হতে দেখে রাজপ্রাসাদের মানুষেরা বিস্মিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫-২৬

কিমনেন কৃতং পুণ্যমবধূতেন ভিক্ষুণা ।
শ্রিয়া হীনেন লোকেঽস্মিন্ গর্হিতেনাধমেন চ ॥ ২৫ ॥
যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীনিবাসেন সম্ভৃতঃ ।
পর্যঙ্কস্থাং শ্রিয়ং হিত্বা পরিষ্বক্তোঽগ্রজো যথা ॥ ২৬ ॥

কিম্—কি; অনেন—তার দ্বারা; কৃতম্—হয়েছে; পুণ্যম্—পুণ্য কর্ম; অবধূতেন—মলিন; ভিক্ষুণা—ভিক্ষুর দ্বারা; শ্রিয়া—শ্রী; হীনেন—হীন; লোকে—জগতে; অস্মিন্—এই; গর্হিতেন—নিন্দিত; অধমেন—অধম; চ—এবং; যঃ—যে; অসৌ—স্বয়ং; ত্রি—তিন; লোক—জগতের; গুরুণা—গুরুদেব দ্বারা; শ্রী—লক্ষ্মীদেবীর; নিবাসেন—আলয়; সম্ভৃতঃ—সশ্রদ্ধভাবে সেবা করলেন; পর্যঙ্ক—তার শয্যায়; স্থাম্—উপবেশন রত; শ্রিয়ম্—লক্ষ্মীদেবী; হিত্বা—পরিত্যাগ পূর্বক; পরিষ্বক্তঃ—আলিঙ্গন করলেন; অগ্রজঃ—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; যথা—মতো।

অনুবাদ

[প্রাসাদের অধিবাসীরা বললেন—] এই মলিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন পুণ্যকর্ম করেছেন? জনসাধারণ তাকে অধম ও নিন্দিত বিবেচনা করলেও ত্রিভুবনগুরু, শ্রীনিবাস তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করছেন। তার পর্যঙ্কে উপবিষ্ট লক্ষ্মীদেবীকে ত্যাগ করে ভগবান এই ব্রাহ্মণকে এমনভাবে আলিঙ্গন করলেন যেন তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

শ্লোক ২৭

কথয়াং চক্রতুর্গাথাঃ পূর্বা গুরুকুলে সতোঃ ।
আত্মনোর্ললিতা রাজন্ করৌ গৃহ্য পরস্পরম্ ॥ ২৭ ॥

কথয়াম্ চক্রতুঃ—তারা আলোচনা করলেন; **গাথাঃ**—কথা; **পূর্বাঃ**—অতীতের; **গুরু-কুলে**—তাদের গুরুদেবের বিদ্যালয়ে; **সতোঃ**—যারা বাস করতেন; **আত্মনোঃ**—নিজেদের; **ললিতাঃ**—মধুর; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **করৌ**—হস্ত; **গৃহ্য**—ধারণ পূর্বক; **পরস্পরম্**—পরস্পর।

অনুবাদ

হে রাজন, কৃষ্ণ ও সুদামা পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্বক তাঁদের গুরুকুলে এক সময় তাঁরা কিভাবে একসঙ্গে বাস করতেন সেই বিষয়ে আনন্দের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

অপি ব্রহ্মন্ গুরুকুলাদ্ ভবতা লব্ধদক্ষিণাৎ ।
সমাবৃত্তেন ধর্মজ্ঞ ভার্যোঢ়া সদৃশী ন বা ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **অপি**—কি; **ব্রাহ্মণ**—হে ব্রাহ্মণ; **গুরু-কুলাৎ**—গুরুকুল হতে; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **লব্ধ**—গ্রহণ করে; **দক্ষিণাৎ**—দক্ষিণা; **সমাবৃত্তেন**—প্রত্যাবর্তন করে; **ধর্ম**—ধর্মীয় নীতিসমূহের; **জ্ঞ**—হে জ্ঞাত; **ভার্যা**—পত্নী; **ঊঢ়া**—বিবাহ করেছ; **সদৃশী**—যোগ্যা; **ন**—না; **বা**—বা।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে ব্রাহ্মণ, ধর্মের উপায় সকল তুমি ভালোভাবে অবগত! আমাদের গুরুদেবকে গুরুদক্ষিণা নিবেদনের পর গুরুকুল থেকে গৃহে ফিরে এসে তুমি এক সুযোগ্যা পত্নীকে বিবাহ করেছ কি না?

তাৎপর্য

সভ্য মানুষের মধ্যে পারমার্থিক অনুশাসন বা আশ্রমের জিজ্ঞাসা তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রত্যেক মানুষেরই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী রূপে নির্দিষ্ট কর্তব্যসমূহ অবশ্যই পালন করা উচিত। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে ব্রাহ্মণ মলিন বসন পরিহিত ছিলেন, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর বন্ধু যথাযথরূপে বিবাহিত হয়ে গৃহস্থ জীবনের কর্তব্যসমূহ পালন করছিলেন কি না। যেহেতু তিনি সন্ন্যাসীর বেশ পরিহিত ছিলেন না, তাই যথাযথভাবে তিনি বিবাহিত না হলে তিনি হতেন একজন উপযুক্ত আশ্রমহীন।

শ্লোক ২৯

প্রায়ো গৃহেষু তে চিত্তমকামবিহিতং তথা ।
নৈবাতিপ্রীয়সে বিদ্বন্ ধনেষু বিদিতং হি মে ॥ ২৯ ॥

প্রায়ঃ—প্রায়; **গৃহেষু**—গৃহস্থাশ্রমে; **তে**—তোমার; **চিত্তম্**—মন; **অকাম-বিহিতম্**—জাগতিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি; **তথা**—ও; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **অতি**—অতি; **প্রীয়সে**—প্রীতি গ্রহণ কর; **বিদ্বন্**—হে বিদ্বান; **ধনেষু**—জাগতিক সম্পদের বিষয়ে; **বিদিতম্**—এটি পরিচিত; **হি**—বস্তুত; **মে**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

যদিও তোমাকে গৃহস্থ কর্মে প্রায়ই যুক্ত থাকতে হয়, কিন্তু তোমার মন জাগতিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত নয়। হে বিদ্বান, জড় সম্পদ বিষয়েও তুমি খুব একটা সুখ লাভ কর না। এটা আমি ভালভাবে জানি।

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ এখানে প্রকাশ করলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর বন্ধুর অবস্থা বিষয়ে ভালভাবে অবগত ছিলেন। বস্তুত সুদামা ছিলেন বিদ্বান ও পারমার্থিকভাবে উন্নত এবং তাই সাধারণ মানুষের মতো জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ব্যাপারে তিনি আগ্রহী ছিলেন না।

শ্লোক ৩০

কেচিৎ কুর্বন্তি কর্মাণি কামৈরহতচেতসঃ ।
ত্যজন্তঃ প্রকৃতীর্দৈবীর্যথাহং লোকসংগ্রহম্ ॥ ৩০ ॥

কেচিৎ—কোন কোন মানুষ; **কুর্বন্তি**—পালন করে; **কর্মাণি**—জাগতিক কর্তব্যসমূহ; **কামৈঃ**—কামনা দ্বারা; **অহত**—অবিচলিত; **চেতসঃ**—চিত্ত; **ত্যজন্তঃ**—পরিত্যাগ

পূর্বক; প্রকৃতীঃ—প্রবৃত্তি; দৈবীঃ—ভগবানের মায়া শক্তি দ্বারা সৃষ্ট; যথা—যেমন; অহম্—আমি; লোক-সংগ্রহম্—সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য।

অনুবাদ

ভগবানের মায়া শক্তি থেকে উদ্ভূত সকল জাগতিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক, জড়কামনা দ্বারা অবিচলিত চিত্তে কোন কোন মানুষ তাদের কর্তব্যসমূহ পালন করেন। সাধারণ মানুষের শিক্ষার নিমিত্ত আমি যেভাবে আচরণ করি, তাঁরা সেইভাবে আচরণ করেন।

শ্লোক ৩১

কচ্চিদ্ গুরুকুলে বাসং ব্রহ্মন্ স্মরসি নৌ যতঃ ।
দ্বিজো বিজ্ঞায় বিজ্ঞেয়ং তমসঃ পারমশ্নুতে ॥ ৩১ ॥

কচ্চিৎ—কি; গুরুকুলে—পারমার্থিক গুরুর বিদ্যালয়ে; বাসম্—বাস; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; স্মরসি—তুমি স্মরণ কর; নৌ—আমাদের; যতঃ—যেখান থেকে (গুরুকুল); দ্বিজঃ—দ্বিজ; বিজ্ঞায়—হৃদয়ঙ্গম করে; বিজ্ঞেয়ম্—যা জানা প্রয়োজন; তমসঃ—অজ্ঞানের; পারম্—অতিক্রমতা; অশ্নুতে—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আমরা কিভাবে গুরু-কুলে একসঙ্গে বাস করতাম তুমি তা স্মরণ কর কি? যখন কোন দ্বিজ ছাত্র তার গুরুর কাছ থেকে সকল শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষাগ্রহণ করে, সে সকল অজ্ঞতার অতীত পারমার্থিক জীবন উপভোগ করতে পারে।

শ্লোক ৩২

স বৈ সৎকর্মণাং সাক্ষাদ্ দ্বিজাতেরিহ সম্ভবঃ ।
আদ্যোঽঙ্গ যত্রাশ্রমিণাং যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ ॥ ৩২ ॥

সঃ—তিনি; বৈ—বস্তুত; সৎ—সৎ; কর্মণাম্—কর্মসমূহের; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; দ্বি-জাতেঃ—যিনি দ্বিজ, তার; ইহ—এই জাগতিক জীবনে; সম্ভবঃ—জন্ম; আদ্যঃ—প্রথম; অঙ্গ—হে প্রিয় সখা; যত্রে—যাঁর মাধ্যমে; আশ্রমিণাম্—সকল আশ্রমিগণের জন্য; যথা—যেমন; অহম্—আমি; জ্ঞান—দিব্য জ্ঞানের; দঃ—প্রদাতা; গুরুঃ—গুরুদেব।

অনুবাদ

হে প্রিয় সখা, যিনি কোন ব্যক্তিকে দৈহিক জন্ম প্রদান করেন তিনি তার প্রথম গুরুদেব এবং যিনি তাকে দ্বিজ ব্রাহ্মণরূপে দীক্ষিত করে তাকে ধর্মীয় কর্তব্যে

যুক্ত করেন, তিনি আরো সাক্ষাৎরূপে তার গুরুদেব। কিন্তু যিনি সকল আশ্রমিগণকে অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি চূড়ান্ত গুরুদেব। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার আপন স্বরূপ।

শ্লোক ৩৩

নন্বর্থকোবিদা ব্রহ্মন্ বর্ণাশ্রমবতামিহ ।
যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্ ॥ ৩৩ ॥

ননু—নিশ্চিতরূপে; অর্থ—তাদের প্রকৃত কল্যাণের; কোবিদাঃ—সুপণ্ডিত; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; বর্ণাশ্রম-বতাম্—যারা বর্ণাশ্রম পন্থায় যুক্ত, তাদের মধ্যে; ইহ—এই জগতে; যে—যে; ময়া—আমার দ্বারা; গুরুণা—গুরু রূপে; বাচ—তার বাক্যের মাধ্যমে; তরন্তি—উত্তীর্ণ হয়; অঞ্জঃ—সহজেই; ভব—জাগতিক জীবনে; অর্ণবম্—সাগর।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, বর্ণাশ্রম পন্থার সকল অনুগামীদের মধ্যে যারা গুরুরূপে কথিত আমার বাক্যসমূহের সুযোগ গ্রহণ করেন নিশ্চিতরূপে তারাই তাদের নিজ প্রকৃত কল্যাণ হৃদয়ঙ্গমকারী এবং এইভাবে সহজেই তারা সংসার সমুদ্র অতিক্রম করেন।

তাৎপর্য

একজন ধর্মীয় নেতা যিনি কাউকে পবিত্র আচার অনুষ্ঠানে ব্রতী করেন এবং কাউকে সাধারণ জ্ঞানের নির্দেশ প্রদান করেন তিনি কারো পিতার মতোই শ্রদ্ধার স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু চূড়ান্তভাবে, অপ্রাকৃত বিজ্ঞানে পণ্ডিত ও জন্ম মৃত্যুর সমুদ্র অতিক্রম করিয়ে চিন্ময় জগতে নিতে সমর্থ যথার্থ গুরুদেব শ্রদ্ধা ও পূজিত হওয়ার পরম যোগ্য, কারণ, এখানে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি।

শ্লোক ৩৪

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা ।
তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ৩৪ ॥

ন—না; অহম্—আমি; ইজ্যা—ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগত পূজা দ্বারা; প্রজাতিভ্যাম্—উপনয়ন; তপসা—তপশ্চর্যা দ্বারা; উপশমেন—আত্ম সংযম দ্বারা; বা—বা; তুষ্যেয়ম্—তুষ্ট হতে পারি; সর্ব—সকল; ভূত—জীব; আত্মা—আত্মা; গুরু—গুরুদেব; শুশ্রূষয়া—বিশ্বস্ত সেবা দ্বারা; যথা—যেমন।

অনুবাদ

আমি, সমস্ত জীবের আত্মা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগত পূজা, উপনয়ন, তপশ্চর্যা বা আত্মসংযম দ্বারা ততটা সন্তুষ্ট হই না যতটা কারো গুরুদেবের প্রতি বিশ্বস্ত সেবা প্রদানের দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হই।

তাৎপর্য

প্রজাতি শব্দটি এখানে সৎ পুত্র উৎপাদন বা বৈদিক সংস্কৃতিগত আনুষ্ঠানিক দীক্ষার মাধ্যমে দ্বিজত্ব প্রাপ্তি নির্দেশ করছে। যদিও তা প্রশংসার্হ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন যে তবুও যথার্থ গুরুদেবের প্রতি বিশ্বস্ত সেবা প্রদান সর্বোত্তম।

শ্লোক ৩৫-৩৬

অপি নঃ স্মর্যতে ব্রহ্মন্ বৃত্তং নিবসতাং গুরৌ ।
গুরুদারৈশ্চোদিতানামিন্ধনানয়নে ক্বচিৎ ॥ ৩৫ ॥
প্রবিষ্টানাং মহারণ্যমপর্তৌ সুমহদ্ দ্বিজ ।
বাতবর্ষমভূৎ তীব্রং নিষ্ঠুরাঃ স্তনয়িত্নবঃ ॥ ৩৬ ॥

অপি—কি; নঃ—আমাদের; স্মর্যতে—স্মরণ হয়; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; বৃত্তম্—আমরা কি করেছিলাম; নিবসতাম্—বাসকালে; গুরৌ—আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে; গুরু—আমাদের গুরুদেবের; দারৈঃ—পত্নী দ্বারা; চোদিতানাম্—প্রেরিত হয়েছিলাম; ইন্ধন—জ্বালানী কাঠ; অনয়নে—সংগ্রহের জন্য; ক্বচিৎ—একদা; প্রবিষ্টানাম্—প্রবেশ করলে; মহা-অরণ্যম্—বিশাল অরণ্য; অপ-ঋতৌ—অকালে; সু-মহৎ—ভীষণ; দ্বিজ—হে দ্বিজবর; বাত—ঝঞ্ঝা; বর্ষম্—এবং বৃষ্টি; অভূৎ—উঠেছিল; তীব্রম্—প্রচণ্ড; নিষ্ঠুরাঃ—নিষ্ঠুর; স্তনয়িত্নবঃ—গর্জন হচ্ছিল।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আমরা যখন আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে বাস করতাম, তখন আমাদের কি ঘটেছিল তোমার তা মনে পড়ে কি? একদিন আমাদের গুরুপত্নী আমাদের জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আমরা বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করার পর, হে দ্বিজবর, প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ, বর্ষণ ও কঠোর মেঘগর্জন সহ ঝঞ্ঝা উত্থিত হল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে এই ঝঞ্ঝাটি শীতকালে উত্থিত হয়েছিল আর তাই সেটি অসময়োচিত।

শ্লোক ৩৭

সূর্যশ্চাস্তং গতস্তাবৎ তমসা চাবৃতা দিশঃ ।
নিম্নং কূলং জলময়ং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৩৭ ॥

সূর্য—সূর্য; চ—এবং; অস্তম্ গতঃ—অস্তে গমন করলে; তাবৎ—তখন; তমসা—অন্ধকার দ্বারা; চ—এবং; আবৃতাঃ—আচ্ছন্ন হল; দিশঃ—সমস্ত দিক; নিম্নম্—নিম্ন; কূলম্—উচ্চ স্থান; জলময়ম্—জলময়; ন প্রাজ্ঞায়ত—চিনতে পারা যাচ্ছিল না; কিঞ্চন—কোনকিছু।

অনুবাদ

অতঃপর সূর্য অস্তমিত হলে অরণ্যের সমস্ত দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল এবং সমস্ত কিছু জলময় হওয়ায় আমরা উচু নীচু স্থানের পার্থক্য করতে পারিনি।

শ্লোক ৩৮

বয়ং ভৃশং তত্র মহানিলাম্বুভির্
নিহন্যমানা মুহুরম্বুসংপ্লবে ।
দিশোঽবিদন্তোঽথ পরস্পরং বনে
গৃহীতহস্তাঃ পরিবভ্রিমাতুরাঃ ॥ ৩৮ ॥

বয়ম্—আমরা; ভৃশম্—ব্যাপকভাবে; তত্র—সেখানে; মহা—মহা; অনিল—বায়ু দ্বারা; অম্বুভিঃ—এবং জল; নিহন্যমানাঃ—বেষ্টিত হয়ে; মুহুঃ—অনবরত; অম্বু-সংপ্লবে—জলপ্লাবনে; দিশঃ—দিকসমূহ; অবিদন্তঃ—নির্ণয় করতে অসমর্থ হয়ে; অথ—তখন; পরস্পরম্—একে অপরের; বনে—বন মধ্যে; গৃহীত—ধারণ করে; হস্তাঃ—হস্ত; পরিবভ্রিম—আমরা পরিভ্রমণ করেছিলাম; আতুরাঃ—পীড়িত।

অনুবাদ

অবিরাম শক্তিশালী ঝঞ্ঝা ও বর্ষণে অবরুদ্ধ হয়ে জলপ্লাবনের মধ্যে আমরা আমাদের দিক হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা কেবল পরস্পরের হাত ধরে ছিলাম এবং অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে বনের মধ্যে পরিভ্রমণ করছিলাম।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে *পরিবভ্রিম* ক্রিয়াটিকে, *পরি* শব্দটি ভৃ অথবা ভ্রম ক্রিয়ার আগে স্থাপন করে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। ভ্রম-এর ক্ষেত্রে তা নির্দেশ করে যে কৃষ্ণ ও সুদামা সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং ভৃ-এর ক্ষেত্রে,

যার অর্থ হচ্ছে "বহন করা" তা নির্দেশ করছে যে সেই দুই বালক যখন পরিভ্রমণ করছিলেন, তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের জন্য সংগৃহীত জ্বালানী কাষ্ঠ অনবরত বহন করছিলেন।

শ্লোক ৩৯

এতদ্বিদিত্বা উদিতে রবৌ সান্দীপনির্গুরুঃ ।
অন্বেষমাণো নঃ শিষ্যানাচার্যোঽপশ্যদাতুরান্ ॥ ৩৯ ॥

এতৎ—এই; **বিদিত্বা**—জানতে পেরে; **উদিতে**—যখন তা উদিত হয়েছিল; **রবৌ**—সূর্য; **সান্দীপনিঃ**—সান্দীপনি; **গুরুঃ**—আমাদের গুরুদেব; **অন্বেষমানঃ**—অন্বেষণ করতে করতে; **নঃ**—আমাদের জন্য; **শিষ্যান্**—তার শিষ্যদ্বয়; **আচার্যঃ**—আমাদের শিক্ষক; **অপশ্যৎ**—দর্শন করলেন; **আতুরান্**—যারা ছিল কাতর।

অনুবাদ

আমাদের গুরুদেব সান্দীপনি মুনি, আমাদের সংকটাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে, সূর্যোদয়ের পর, তার শিষ্য, আমাদের অন্বেষণের জন্য গমন করলেন ও আমাদের পীড়িত অবস্থায় প্রাপ্ত হলেন।

শ্লোক ৪০

অহো হে পুত্রকা যূয়মস্মদর্থেঽতিদুঃখিতাঃ ।
আত্মা বৈ প্রাণিনাং প্রেষ্ঠস্তমনাদৃত্য মৎপরাঃ ॥ ৪০ ॥

অহো—অহো; **হে পুত্রকাঃ**—হে পুত্রগণ; **যূয়ম্**—তোমরা; **অস্মৎ**—আমাদের; **অর্থে**—জন্যে; **অতি**—অতি; **দুঃখিতাঃ**—দুঃখ ভোগ করেছ; **আত্মা**—দেহ; **বৈ**—বস্তুত; **প্রাণিনাম্**—সকল জীবের; **প্রেষ্ঠঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **তম্**—তাকে; **অনাদৃত্য**—অনাদর পূর্বক; **মৎ**—আমার প্রতি; **পরাঃ**—নিবিষ্ট হয়েছ।

অনুবাদ

[সান্দীপনি মুনি বললেন—] হে পুত্রগণ, তোমরা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেছ! দেহ হচ্ছে সকল জীবের অত্যন্ত প্রিয় কিন্তু তোমরা আমার প্রতি এতই অনুরক্ত যে তোমরা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের আপন স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাহ্য করেছ।

শ্লোক ৪১

এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্ ।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ ॥ ৪১ ॥

এতৎ—এই; **এব**—কেবল; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **সৎ**—প্রকৃত; **শিষ্যৈঃ**—শিষ্য দ্বারা; **কর্তব্যম্**—কর্তব্য; **গুরু**—গুরুদেবকে; **নিষ্কৃতম্**—প্রত্যুপকার; **যৎ**—যা; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **বিশুদ্ধ**—বিশুদ্ধ; **ভাবেন**—ভাবে; **সর্ব**—সকলের; **অর্থ**—সম্পদ; **আত্মা**—এবং দেহ; **অর্পণম্**—অর্পণ; **গুরৌ**—গুরুদেবকে।

অনুবাদ

বিশুদ্ধ চিত্তে তাদের সম্পদ এমন কি জীবনও গুরুদেবকে অর্পণ করার মাধ্যমে তাদের গুরুদেবের প্রত্যুপকার সাধন করা নিঃসন্দেহে সকল প্রকৃত শিষ্যের কর্তব্য।

তাৎপর্য

কেউ তার দেহকে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিযুক্ত করে থাকে। জাগতিক ধারণা 'আমি'-র মূল হচ্ছে এই দেহ এবং 'আমার' ধারণাটির মূল হচ্ছে তার ভাগ্য। তাই সমস্ত কিছু গুরুদেবকে সমর্পণ করার মাধ্যমে কেউ হৃদয়ঙ্গম করে যে আত্মা হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস। গুরুদেব কখনও শিষ্যকে শোষণ করেন না বরং শিষ্যের নিত্য কল্যাণের জন্য তাকে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত করেন।

শ্লোক ৪২

তুষ্টোঽহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাং সত্যাঃ সন্তু মনোরথা ।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ ॥ ৪২ ॥

তুষ্টঃ—সন্তুষ্ট; **অহম্**—আমি; **ভো**—প্রিয়; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণ; **শ্রেষ্ঠাঃ**—হে শ্রেষ্ঠ; **সত্যাঃ**—পূর্ণ; **সন্তু**—হোক; **মনঃ রথাঃ**—তোমাদের মনোবাঞ্ছা; **ছন্দাংসি**—বৈদিক মন্ত্রসকল; **অযাত-যামানি**—কখনও পুরাতন নয়; **ভবন্তু**—হোক; **ইহ**—ইহলোকে; **পরত্র**—পরলোকে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

তোমরা বালকেরা প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট। তোমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হোক এবং তোমাদের অধীত বৈদিক মন্ত্রসমূহের অর্থ যেন তোমাদের জন্য ইহকাল বা পরকালেও অটুট থাকে।

তাৎপর্য

রান্না করা খাবার তিন ঘণ্টা পড়ে থাকলে সেটিকে *যাত-যাম* বলা হয়, অর্থাৎ এটি তার স্বাদ হারিয়েছে অর্থ নির্দেশ করে এবং তেমনই যে ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃতে স্থির নয়, যে চিন্ময় জ্ঞান তাকে একবার অপ্রাকৃত মার্গে উৎসাহিত করেছিল তার 'স্বাদ' নষ্ট হয় বা সেই ভক্তের জন্য তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই সান্দীপনি মুনি তাঁর

শিষ্যদের আশীর্বাদ করেছিলেন যে, বৈদিক মন্ত্র, যা পরম ব্রহ্মকে প্রকাশিত করে, তাঁদের কাছে তার অর্থ কখনই হারাবে না বরং তাদের মনে চির সতেজ রূপে অবস্থান করবে।

শ্লোক ৪৩

ইত্থং বিধান্যনেকানি বসতাং গুরুবেশ্মনি ।
গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে ॥ ৪৩ ॥

ইত্থম-বিধানি—এই রকম; **অনেকানি**—অনেক ঘটনা; **বসতাম্**—বাসকারী আমাদের দ্বারা; **গুরু**—গুরুর; **বেশ্মনি**—গৃহে; **গুরোঃ**—গুরুর; **অনুগ্রহেণ**—কৃপা দ্বারা; **এব**—কেবল; **পুমান্**—পুরুষ; **পূর্ণঃ**—পূর্ণ; **প্রশান্তয়ে**—সামগ্রিক শান্তি প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বলে চললেন—] আমাদের গুরুদেবের গৃহে থাকাকালীন আমাদের এমন অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। গুরুদেবের কৃপার দ্বারাই কেবল একজন পুরুষ জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৪৪

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

কিমস্মাভিরনির্বৃত্তং দেবদেব জগদ্গুরো ।
ভবতা সত্যকামেন যেষাং বাসো গুরোরভূৎ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; **কিম্**—কি; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **অনিবৃত্তম্**—অপ্রাপ্ত; **দেব-দেব**—হে দেবদেব; **জগৎ**—জগতের; **গুরো**—হে গুরুদেব; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **সত্য**—পূর্ণ; **কামেন**—সকল কামনা; **যেষাম্**—যার; **বাস**—বাস; **গুরোঃ**—গুরুগৃহে; **অভূৎ**—ছিল।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—হে দেবদেব, হে জগদ্গুরো, যেহেতু আমি আমাদের গুরু-গৃহে ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণ মনোরথ তোমার সঙ্গে বাস করতে সমর্থ হয়েছিলাম, আমার অপ্রাপ্তির আর কি রয়েছে?

তাৎপর্য

তাঁদের গুরুগৃহে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাস করার অসাধারণ সৌভাগ্যকে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সুদামা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই যা কিছু বাহ্যিক অসুবিধা তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা ছিল প্রকৃতপক্ষে গুরুদেবকে সেবা করার গুরুত্ব শিক্ষাদানের জন্য ভগবানের কৃপার প্রকাশ।

শ্রীল প্রভুপাদ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের অনুভূতিকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন—"[সুদামা বললেন—] হে প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি সকলের পরম প্রভু, পরম গুরু এবং যেহেতু গুরুগৃহে তোমার সঙ্গে বসবাস করবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাই বৈদিক বিধি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্যই আমার করবার নেই বলে আমি মনে করি।"

শ্লোক ৪৫

যস্য চ্ছন্দোময়ং ব্রহ্ম দেহে আবপনং বিভো ।
শ্রেয়সাং তস্য গুরুষু বাসোঽত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৪৫ ॥

যস্য—যার; **চ্ছন্দঃ**—বেদ; **ময়ম্**—উদ্ভূত; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্ম; **দেহে**—দেহে; **আবপনম্**—বপন ক্ষেত্র; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান ভগবান; **শ্রেয়সাম্**—মঙ্গলময় উদ্দেশ্যের; **তস্য**—তাঁর; **গুরুষু**—গুরুদেবের সঙ্গে; **বাসঃ**—বাসস্থান; **অত্যন্ত**—অত্যন্ত; **বিড়ম্বনম্**—ছল।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান ভগবান, জীবনের সকল মঙ্গলময় উদ্দেশ্যের উৎস তোমার দেহ, বেদ রূপে পরম ব্রহ্মকে ধারণ করছে। সেই তুমি গুরুকুলে বাস করেছিলে এটি তোমার মনুষ্যরূপে অভিনয়কারী একটি লীলা মাত্র।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ব্রাহ্মণ সুদামার দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পরিদর্শন' নামক অশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।